দৈনিক
ইনকিলাব

2-3 MAY 2008

ড. তাহের হত্যা মামলার রায়

শিক্ষকসহ ৪ জনের মৃত্যুদণ্ড

শিবির নেতা সালেহী খালাস

সামছুল আরেফিন হিমেল, রাবি থেকে : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুল আলোচিত ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের প্রবীণ শিক্ষক অধ্যাপক ড. এস তাহের -আহমেদ হত্যা মামলার রায়ে উক্ত বিভাগের এক শিক্ষকসহ ৪ জনকে মৃত্যুদণ্ড এবং অভিযোগ

ড. এস তাহের

প্রমাণিত না হওয়ায় মামলার অপর ২ আসামীকে বেকসুর খালাস দিয়েছে আদালত। গতকাল দুপুরে ১২-৪৫ মিনিটে রাজশাহীর দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক এটিএম মেসবাউদ্দৌলাহ এ রায় প্রদান করেন। বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ৩০২-এর পৃঃ ৫ঃ কঃ ৩

ড. তাহের হত্যা মামলার রায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

(৩৪) ধারা মোতাবেক বিচারক এ রায় প্রদান করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীরা আগামী ৩০ দিনের মধ্যে উচ্চ আদালতে আপীলের সুযোগ পাবেন।

ড.তাহের হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীরা হলেন- ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মিয়া মো: মহিউদ্দিন, বাসার কেয়ারটেকার জাহাঙ্গীর আলম, জাহাঙ্গীরের ভাই আব্দুস সালাম এবং আত্মীয় নাজমুল হক। একই রায়ে জাহাঙ্গীরের পিতা আজিম উদ্দিন এবং ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি মাহবুবুল আলম সালেহীকে খালাস দেয়া হয়েছে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পশ্চিম ২৩/বি বাসায় থাকতেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের প্রবীণ শিক্ষক ড. এস তাহের আহমেদ। ২০০৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারী এ বাসাতেই নিখোঁজ হন তিনি। প্রফেসর
তাহের বিভাগে একটি অনির্ধারিত সভায় যোগ
ত ঢাকা থেকে ২০০৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারী
পাসের পশ্চিম ২৩/বি বাসায় রাত আটটার দিকে
সন। ঢাকায় অবস্থান করা নিজ পরিবার ও
াগের শিক্ষক সুলতানুল ইসলাম টিপুর সাথে
ও হয়। কিন্তু এরপর পরই তিনি নিখোঁজ হন।
ক খোঁজাখুঁজির পর ৩ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বাসার
নের সেফটি ট্যাংক থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়।
ঘটনায় আটক করা হয় বাসার কেয়ারটেকার
াঙ্গীর আলমসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই জন এরিয়া
 মোশারফ ও আলফাজকে।

্যাকাণ্ডের এ ঘটনায় নিহতের ছেলে সানজিদ
লভী হিমেল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মতিহার
ায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। প্রথমে এ
লার তদন্তের ভার দেয়া হয় মতিহার থানার
আই ওমর ফারুককে। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে
কালীন রাজশাহী পুলিশ কমিশনার নাইম আহমেদ
ন্ত ভার ডিবি পুলিশ এসআই আচানুল কবির ও
লাম মাহফিজকে প্রদান করেন।

০৭ সালের ১৮ মার্চ তদন্ত কর্মকর্তা আচানুল
ির ছয় জনকে আসামী করে আদালতে অভিযোগ
য়র করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আদালত ১১ জুন
 গঠন করেন এবং ৩ জুলাই থেকে বিচার কাজ
 হয়।

দিন মামলা পরিচালনার পর রাজশাহী
নিরাপত্তা বিঘ্নকারী আদালতের বিচারক জাহাঙ্গীর
লম মোল্লা গত বছরের ২০ আগস্ট মামলার রায়
ত অপারগতা প্রকাশ করেন। পরে মামলাটি
শাহী দ্রুত ট্রাইব্যুনালের বিচারক এটিএম
্যবাউদ্দৌলার আদালতে বিচার কাজ শুরু হয়।

কাল ১২টা ১৫ মিনিটে বিচারক এটিএম
বাউদ্দৌলা এজলাসে উঠেন। প্রথমে মামলার
ায়ের ব্যাপারে তিনি নিরপেক্ষ বলে আশ্বাস প্রদান
রন। এরপর তিনি সকল সাক্ষীদের বক্তব্য পড়ে
ন। বিচারক বলেন, এ হত্যাকাণ্ড যারা ঘটিয়েছেন
া অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার মত অপরাধ
রছেন। প্রায় আধা ঘণ্টা পড়ে শোনার পর বিচারক
ন, আসামীরা বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ৩০২-এর (৩৪)
 করায় ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক ড.
া মো: মহিউদ্দিন, ড. তাহেরের বাসার
য়ারটেকার জাহাঙ্গীর, ভাই সালাম ও আত্মীয়
মুলের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হলো। অন্য
 আসামী শিবির নেতা মাহবুবুল আলম সালেহী ও
হাঙ্গীরের পিতা আজিম- উদ্দিনের বিরুদ্ধে
্যাকাণ্ডের জড়িত থাকার কোন অভিযোগ প্রমাণিত
 হওয়ায় বেকসুর খালাস প্রদান করা হলো।

য় বিচারক বলেন, ড.তাহের বিভাগের সবচেয়ে
ীণ শিক্ষক ছিলেন এবং মিয়া মহিউদ্দিনের
ন্নতি বিষয়ক এবং বিভাগীয় প্লানিং কমিটির
চেয়ে প্রবীণ সদস্য ছিলেন। ২৮ জানুয়ারী ২০০৬-
অনুষ্ঠিত বিভাগীয় প্লানিং কমিটির সভায় উপস্থিত
লে তিনি মহিউদ্দিনের গবেষণা জালিয়াতির
য়টি উপস্থাপন করতেন এবং তার পদোন্নতি
ন পিছিয়ে যেত। তিনি এবং বিভাগীয় প্লানিং
কমিটি মহিউদ্দিনের পদোন্নতিতে না ক
আসছিলেন।

এ নিয়ে বিভাগীয় প্লানিং কমিটিকে পাশ কাটিয়ে এ
বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তা
অবৈধভাবে পদোন্নতির প্রক্রিয়া প্রায় সম্পন্ন ক
ফেলা হয়েছিল। এ কাজে মহিউদ্দিন অনুঘটক হিসে
কাজ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযা
এসময়ে তার পদোন্নতিও সম্ভব ছিল না। বিচার
আরও বলেন, মিয়া মহিউদ্দিন পদোন্নতির জন্য
দু'টি গবেষণা প্রবন্ধ জমা দিয়েছিলেন তার এক
জাল ছিল এবং অন্যটি ইতোপূর্বে ভিন্ন নামে প্রকাশি
হয়েছিল। প্রফেসর তাহেরের মতো একাডেমি
বিশেষজ্ঞ কমিটিও এ বিষয়ে তেমনটি মত দিয়েছে
অর্থাৎ প্রফেশনাল জালিয়াতির বিষয়টি যেন চা
দেয়া যায় এজন্যই ড.তাহেরকে খুন করা অপরিহ
হয়ে উঠে।

মহিউদ্দিনের পদোন্নতি জটিলতাই ড.তাহেরের
হওয়ার কারণ। আলামত, মহিউদ্দিনের প্রমো
সংক্রান্ত কাগজপত্র, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অ
প্রচেষ্টা, সময় ও ঘটনাবলী ড. তাহেরের খুনের সা
মিয়া মহিউদ্দিনের যোগসূত্র প্রমাণ করে। মামল
রায়ে আরও বলা হয়, পদোন্নতির শর্ত পূরণ না কর
জাল গবেষণাপত্র জমা দেয়া, বিশেষজ্ঞ কমিটি
বিভাগীয় প্লানিং কমিটির ভেটো সত্বে
বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ভিসিসহ বিশ্ববিদ্যা
প্রশাসন মিয়া মহিউদ্দিনের যেভাবে পদোন্নতি স
করতে যাচ্ছিলেন তা অবৈধ এবং নিন্দনীয় দৃষ্টান্ত।
রায়ে আরও বলা হয়, ড. তাহেরের বাস
কেয়ারটেকার জাহাঙ্গীর এ খুনের সাথে নিজের জড়ি
থাকার কথা স্বীকার করেছে। তার দেয়া স্বীকারো
মতেই বিভিন্ন আলামত নানা স্থান থেকে উদ্ধার ক
হয়। আলামত লুকানোর কারণ ছিলো ড.তাহেরে
ঢাকা থেকে বাসায় না ফেরার বিষয়টি প্রতিষ্ঠা কর
নাজমুল এবং সালামের দেয়া স্বীকারোক্তি জাহাঙ্গীরে
দেয়া স্বীকারোক্তির সাথে মিল ছিল।

আদালত চলাকালীন সময়ে আদালত এলাকায় নে
হয় বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা। কড়া পুলিশ পাহার
কারণে আইনজীবীরা ছাড়া রাজশাহী বিভাগীয় দ্র
বিচার ট্রাইব্যুনালের সামনে দিয়ে কেউ যেতে পারে
রায় ঘোষণা শেষ না হওয়া পর্যন্ত। সাংবাদিকদে
আদালতের ভেতরে ঢুকতে দেয়নি পুলিশ। ত
খালাশ পাওয়া শিবির নেতা মাহবুব আলম সালেহ
পক্ষে পিপির অনুমতি নিয়ে ছাত্রশিবিরের সেক্রেট
জেনারেল রেজাউল করিম, রাবি ছাত্রশিবিরে
সভাপতি দেলোয়ার হোসেন সাঈদীসহ ৩ জন শি
নেতা আদালতের ভেতরে ঢুকতে পারেন। পি
জাহাঙ্গীর আলমের কাছে সাংবাদিকরা অনুমতি চেয়
পায়নি।

আদালত চত্বরে জামায়াত-শিবিরের শোডাউন

গতকাল সকাল থেকেই আদালত এলাকায় জামায়
ও ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা অবস্থান নিতে থাকে।
আদালতে ড. তাহের হত্যা মামলার বিচার চল
সেখানে ঢুকতে দেয়া না হলেও তারা অবস্থান
জেলা ও দায়রা জজ কোর্টের প্রাচীরের ভেত
মহানগর জামায়াতের আমীর আতাউর রহমা
ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল রেজা
করিম, দপ্তর সম্পাদক রোকন উদ্দিন, রাবি সভাপ
দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, সাধারণ সম্পা
নোমানীর নেতৃত্বে অর্ধসহস্রাধিক নেতা-কর্মী অব
নেয়। তারা আনন্দ মিছিলের করতে পারে এই খব
পুলিশ সতর্ক অবস্থান নিলে সেটা করতে পারে
তারা।

রায়ের প্রতিক্রিয়া

ড.তাহের হত্যা মামলায় ক্যাম্পাসে শিক্ষ
শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার
হয়েছে। রায়ের প্রতিক্রিয়ায় মিয়া মহিউদ্দীন বলে
রায় অনকাঙ্ক্ষিত। তিনি উচ্চ আদালতে আপ
করেবেন বলে জানিয়েছেন।

মামলার অন্য আসামী জাহাঙ্গীর জানায়, অন্যায়ভা
এ রায় আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।
ঘোষণার সময় আদালতে ড. তাহেরের পরিবা
কোন সদস্য উপস্থিত ছিলেন না। মোবাইলে নিহত
তাহেরের ছেলে সানজিদ আলভী হি
সাংবাদিকদের জানান, রায়ে আমরা হয়েছি।
অন্য আসামীর খালাশে অসন্তোষ প্রকাশ কর
তিনি।

সরকার পক্ষের আইনজীবী অ্যাড. শেখ জাহা
আলম, অ্যাড. গোলাম আরিফ টিপু ও অ্যাড. হাম
হক বলেন, সকল তথ্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ
রায় প্রদান করা হয়েছে। ড. মিয়া মো: মহিউদ্দি
আইনজীবী অ্যাড. শহীদুল হক খোকন ও অ্যা
সাইফুল হক রায়ে পূর্ণাঙ্গ আইনী রায় হয়নি ব
মন্তব্য করেন। অ্যাড. সাইফুল হক বলেন, আদাল
যেভাবে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে তাতে ড. মিয়া
মহিউদ্দিন কখনই দণ্ডিত হতে পারেন না। অবি
তারা উচ্চ আদালতে আপীল করবেন বলেও জানা
মামলার রায়ের ব্যাপারে ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভা
সভাপতি প্রফেসর ড. কামরুল হাসান মজুম
বলেন, আদালতের কাছে যাকে যাকে দোষী
হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করা হয়েছে।